দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

সন্ধিপ্রকরণম্

সন্ধি : পাশাপাশি অবস্থিত দুই বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন– পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা। এখানে 'পরি' শব্দের অন্তস্থিত 'ই' এবং 'ঈক্ষা' শব্দের প্রথমে অবস্থিত 'ঈ' মিলিত হয়ে 'ঈ' হয়েছে। সন্ধির অন্য নাম সংহিতা।

সন্ধির শ্রেণীভেদ : সন্ধি দুই প্রকার– স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। স্বরসন্ধির অন্য নাম অচ্‌সন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধির অন্য নাম হল্‌সন্ধি। বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

স্বরসন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন– হিম + আলয়ঃ = হিমালয়ঃ। এখানে 'হিম' শব্দের অন্তস্থিত 'অ' এবং 'আলয়ঃ' শব্দের প্রথমে অবস্থিত 'আ' মিলে 'আ' হয়েছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি : ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন– দিক্ + গজঃ = দিগ্‌গজঃ। এখানে 'দিক্' শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ 'ক্' ক-বর্গের প্রথম বর্ণ। এর পরে 'গজঃ' পদের প্রথমে ক-বর্গের তৃতীয় বর্ণ 'গ' থাকায় ক-বর্গের প্রথম বর্ণ 'ক্' স্থানে 'গ্' হয়েছে। এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে ব্যঞ্জনসন্ধি হয়েছে। জগৎ + ঈশঃ = জগদীশঃ। এখানে পরে স্বরবর্ণ 'ঈ' থাকায় 'জগৎ' শব্দের অন্তস্থিত 'ৎ' স্থানে 'দ্' হয়েছে।

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সঙ্গে স্বর অথবা ব্যঞ্জবর্ণের মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন– পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ। এখানে 'পূর্ণঃ' শব্দের অন্তস্থিত (ঃ) বিসর্গ-এর পরে 'চ' থাকায় বিসর্গ স্থলে 'শ' হয়েছে। পুনঃ + অপি = পুনরপি। এখানে 'পুনঃ' শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গের পরে স্বরবর্ণ 'অ' থাকায় বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়েছে।

স্বরসন্ধির নিয়ম

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার অথবা আ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + অ = আ	নব + অন্নম্ = নবান্নম্
অ + আ = আ	দেব + আলয় = দেবালয়ঃ
আ + অ = আ	মহা + অর্ঘঃ = মহার্ঘঃ
আ + আ = আ	বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়ঃ

২। যদি ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে উভয়ের মিলনে ঈ-কার হয়, ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + ই = ঈ	রবি + ইন্দ্রঃ = রবীন্দ্রঃ
ই + ঈ = ঈ	প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা
ঈ + ই = ঈ	মহী + ইন্দ্রঃ = মহীন্দ্রঃ
ঈ + ঈ = ঈ	পৃথ্বী + ঈশ্বরঃ = পৃথ্বীশ্বরঃ

৩। উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ঊ-কার হয়, ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + উ = ঊ	কটু + উক্তিঃ = কটূক্তিঃ
উ + ঊ = ঊ	লঘু + ঊর্মিঃ = লঘূর্মিঃ
ঊ + উ = ঊ	বধূ + উৎসব = বধূৎসবঃ
ঊ + ঊ = ঊ	ভূ + ঊর্ধ্বম্ = ভূর্ধ্বম্

৪। অ-কার বা আ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে এ-কার হয়, এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ই = এ	দেব + ইন্দ্রঃ = দেবেন্দ্রঃ
আ + ই = এ	লতা + ইব = লতেব
অ + ঈ = এ	গণ + ঈশঃ = গণেশঃ
আ + ঈ = এ	রমা + ঈশঃ = রমেশঃ

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + উ = ও	সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ
আ + উ = ও	মহা + উদয়ঃ = মহোদয়ঃ
অ + ঊ = ও	এক + ঊনবিংশতিঃ = একোনবিংশতিঃ
আ + ঊ = ও	গঙ্গা + ঊর্মিঃ = গঙ্গোর্মিঃ

৬। অ-কার বা আ-কারের পর এ-কার বা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ঐ-কার হয়, ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + এ = ঐ	অদ্য + এব = অদ্যৈব
আ + এ = ঐ	তদা + এব = তদৈব
অ + ঐ = ঐ	মত + ঐক্যম্ = মতৈক্যম্
আ + ঐ = ঐ	মহা + ঐশ্বর্যম্ = মহৈশ্বর্যম্

৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ঔ-কার হয়, ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ও = ঔ	জল + ওকা = জলৌকা
আ + ও = ঔ	মহা + ওষধিঃ = মহৌষধিঃ
অ + ঔ = ঔ	গত + ঔৎসুক্যম্ = গতৌৎসুক্যম্
আ + ঔ = ঔ	মহা + ঔদার্যম্ = মহৌদার্যম্

৮। অ-কার বা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে 'অর্' হয়, 'অর্'-এর 'অ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, র্ রেফ (´) হয়ে পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন–

অ + ঋ = অর্	দেব + ঋষিঃ = দেবর্ষিঃ
অ + ঋ = অর্	সপ্ত + ঋষিঃ = সপ্তর্ষিঃ
আ + ঋ = অর্	মহা + ঋষিঃ = মহর্ষিঃ
আ + ঋ = অর্	রাজা + ঋষিঃ = রাজর্ষিঃ

৯। ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ই-কার এবং ঈ-কার স্থানে য্ হয়, উক্ত য্ য-ফলা (্য) রূপে পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বর য্-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + অ = ই-স্থানে য্	যদি + অপি = যদ্যপি
ই + আ = ই-স্থানে য্	অতি + আচারঃ = অত্যাচারঃ
ঈ + অ = ঈ-স্থানে য্	নদী + অম্বু = নদ্যম্বু
ঈ + উ = ঈ-স্থানে য্	দেবী + উবাচ = দেব্যুবাচ

১০। উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উ-কার বা ঊ-কার স্থানে ব্ হয়, উক্ত ব্ পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বর ব্-কারে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + অ = উ-স্থানে ব্	অনু + অয়ঃ = অন্বয়ঃ
উ + আ = উ-স্থানে ব্	সু + আগতম্ = স্বাগতম্
উ + এ = উ-স্থানে ব্	অনু + এষণম্ = অন্বেষণম্
ঊ + ঐ = ঊ-স্থানে ব্	বধূ + ঐশ্বর্যম্ = বধ্বৈশ্বর্যম্

১১। স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ-স্থানে অয়্, ঐ-স্থানে আয়্, ও-স্থানে অব্ এবং ঔ-স্থানে আব্ হয়। যেমন–

এ + অ = অয়্ + অ = অয়	নে + অনম্ = নয়নম্
ঐ + অ = আয়্ + অ = আয়	গৈ + অকঃ = গায়কঃ
ও + অ = অব্ + অ = অব	পো + অনঃ = পবনঃ
ঔ + উ = আব্ + উ = আবু	ভৌ + উকঃ = ভাবুকঃ

ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মসমূহ

১। যদি ত্ ও দ্-এর পরে চ্ বা ছ্ থাকে, তবে ত্ ও দ্-এর স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ = চ্চ	মহৎ + চক্রম্ = মহচ্চক্রম্
দ্ + চ = চ্চ	বিপদ্ + চয়ঃ = বিপচ্চয়ঃ
ত্ + ছ = চ্ছ	মহৎ + ছত্রম্ = মহচ্ছত্রম্
দ্ + ছ = চ্ছ	তদ্ + ছবিঃ = তচ্ছবিঃ

২। যদি ত্ ও দ্-এর পরে জ্ বা ঝ্ থাকে, তাহলে ত্ ও দ্-এর স্থলে জ্ হয়। যেমন–

ত্ + জ = জ্জ	যাবৎ + জীবেৎ = যাবজ্জীবেৎ
ত্ + ঝ = জ্ঝ	কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা
দ্ + জ = জ্জ	তদ্ + জন্ম = তজ্জন্ম
দ্ + ঝ = জ্ঝ	তদ্ + ঝনৎকারঃ = তজ্ঝনৎকারঃ

৩। পদের অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর তালব্য শ্ থাকলে ত্ ও দ্-স্থানে চ্ এবং তালব্য শ্-স্থানে ছ্ হয়। যেমন–

ত্ + শ = চ্ছ	তৎ + শ্রুত্বা = তচ্ছ্রুত্বা
ত্ + শ = চ্ছ	মৃৎ + শকটিকম্ = মৃচ্ছকটিকম্
দ্ + শ = চ্ছ	তদ্ + শরীরম্ = তচ্ছরীরম্
দ্ + শ = চ্ছ	তদ্ + শোকঃ = তচ্ছোকঃ

৪। পদের অন্তস্থিত ত্-এর পর যদি হ্ থাকে, তবে ত্-স্থানে দ্ এবং হ্-স্থানে ধ্ হয়। যেমন–

ত্ + হ = দ্ধ	উৎ + হতঃ = উদ্ধতঃ
ত্ + হ = দ্ধ	উৎ + হারঃ = উদ্ধারঃ
দ্ + হ = দ্ধ	তদ্ + হিতম্ = তদ্ধিতম্
দ্ + হ = দ্ধ	পদ্ + হতিঃ = পদ্ধতিঃ

৫। ত্ কিংবা দ্-এর পর যদি ল্ থাকে, তবে ত্ ও দ্-এর স্থানে ল্ হয়। যেমন–

ত্ + ল = ল	উৎ + লিখিতঃ = উলিখিতঃ
ত্ + ল = ল	উৎ + লাসঃ = উলাসঃ
দ্ + ল = ল	তদ্ + লীলা = তল্লীলা

৬। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকলে পদের অন্তে অবস্থিত ক্ স্থানে গ্, চ্ স্থানে জ্, ট্ স্থানে ড্ এবং প্ স্থানে ব্ হয়। যেমন–

বাক্ + ঈশঃ = বাগীশঃ
দিক্ + গজঃ = দিগ্গজঃ
অচ্ + অন্তঃ = অজন্তঃ
সম্রাট্ + বদতি = সম্রাড্বদতি
অপ্ + হরণম্ = অব্হরণম্

৭। হ্রস্বস্বরের পরে অবস্থিত ছ্-স্থানে চ্ছ্ হয়। যেমন–

পরি + ছেদঃ = পরিচ্ছেদঃ
অব + ছেদঃ = অবচ্ছেদঃ
বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া।

বিসর্গসন্ধির নিয়মসমূহ

১। যদি চ্ বা ছ্ পরে থাকে, তবে বিসর্গস্থানে তালব্য শ্ হয়। যেমন–

কঃ + চিৎ = কশ্চিৎ
নিঃ + চিতম্ = নিশ্চিতম্
পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ।

২। যদি ত্ পরে থাকে, তবে বিসর্গস্থানে স্ হয়। যেমন–

নিঃ + তারঃ = নিস্তারঃ
নদ্যাঃ + তীরে = নদ্যাস্তীরে
উদিতঃ + তপনঃ = উদিতস্তপনঃ

৩। যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকে, তবে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গস্থানে ও-কার হয়। যেমন–

সদ্যঃ + জাতঃ = সদ্যোজাতঃ
শান্তঃ + গজঃ = শান্তো গজঃ

ভগ্নঃ + ঘটঃ = ভগ্নো ঘটঃ
শিরঃ + মণিঃ = শিরোমণিঃ
বীরঃ + যোদ্ধা = বীরো যোদ্ধা
লোহিতঃ + রবিঃ = লোহিতো রবিঃ
কৃতঃ + লোভঃ = কৃতো লোভঃ
দৃঢ় + বন্ধঃ = দৃঢ়ো বন্ধঃ
ভীতঃ + হরিণঃ = ভীতো হরিণঃ

৪। র্ পরে থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে যে র্ হয় তা লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন–

নিঃ + রবঃ = নীরবঃ
নিঃ + রসঃ = নীরসঃ
নিঃ + রোগঃ = নীরোগঃ

৫। যদি অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকে, তবে অ-কারের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ লুপ্ত হয়, পরে আর সন্ধি হয় না। যেমন–

অতঃ + এব = অতএব
চন্দ্রঃ + উদেতি = চন্দ্র উদেতি
নবঃ + ইব = নব ইব
কঃ + এষঃ = ক এষঃ

৬। যদি অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ বা কোন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকে, তবে 'সঃ' ও 'এষঃ'– এই দুটি পদের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ লুপ্ত হয়। যেমন–

সঃ + উবাচ = স উবাচ
এষঃ + পঠতি = এষ পঠতি
সঃ + আগতঃ = স আগতঃ
এষঃ + গচ্ছতি = এষ গচ্ছতি

সংস্কৃত অনুবাদে সন্ধির ব্যবহার :
সংস্কৃত বাক্যে সন্ধি কর্তার ইচ্ছাধীন। তবে সন্ধির ফলে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন– দেবস্য আলয়ঃ (দেবের আলয়) না বলে যদি 'দেবালয়ঃ' বলা হয়, তবে পদটি শ্রুতিমধুর হয়।

সন্ধি প্রয়োগ করে কয়েকটি অনুবাদের আদর্শ : দেবী বললেন– দেব্যুবাচ। বিদ্যার আলয়– বিদ্যালয়ঃ। শিক্ষকের আদেশ– শিক্ষকস্যাদেশঃ। ঘোড়া দৌড়ায়– অশ্বো ধাবতি। শান্ত হও– শান্তো ভব। সূর্যের উদয়– সূর্যোদয়ঃ।

অনুশীলনী

১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) অদ্য + এব = অদ্যেব / অদ্যৈব / অদ্য ইব / অদিব্য।

খ) সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ / সূর্যাদয়ঃ / সূর্যেদয়ঃ / সূর্যৌদয়ঃ।

গ) অতি + আচারঃ = অত্যাচার / অত্যাচারঃ / অত্যচারঃ / অত্যচার।

ঘ) তদ্ + জন্ম = তদ্জন্ম / তৎজন্ম / তজ্জন্ম / তজ্জান্ম।

ঙ) নিঃ + রোগঃ = নিরোগঃ / নীরোগঃ / নিরোগ / নীরোগ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

গিরি + ——— = গিরীশঃ। ——— + আগতম্ = স্বাগতম্।

মহা + ঋষিঃ = ———। জন + একঃ = ———। ——— + উত্তরম্ = প্রশ্নোত্তরম্।

৩। সন্ধি কর :

মহা + অর্ঘঃ।	অতি + আচারঃ।	নৌ + ইকঃ।
অচ্ + অন্তঃ।	নদ্যাঃ + তীরে।	নিঃ + রবঃ।
অতঃ + এব।	সঃ + উবাচ।	

৪। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

নবান্নম্, প্রতীক্ষা, দেবেন্দ্রঃ, মতৈক্যম্, নদ্যম্বু, যাবজ্জীবেৎ, উলাসঃ, বাগীশঃ, কশ্চিৎ।

৫। সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কি কি?

৬। স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির পার্থক্য লেখ।

৭। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) শিশু রোদন করছে। (খ) বিদ্যার আলয়। (গ) লতার মত। (ঘ) মহান ঋষি। (ঙ) সেই ছবি।
(চ) কোনও এক। (ছ) নদীর তীরে। (জ) দেবী বললেন।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) নাস্তি দোষঃ। (খ) নমস্তস্যৈ। (গ) বায়ুর্বাতি। (ঘ) শ্রম এব যজ্ঞঃ। (ঙ) নীরোগো ভব।